আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ঝিনাইদহের ফুরসন্দি ইউনিয়ন আবারো উত্তপ্ত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়ন আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পূর্বের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হওয়ার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

এতে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং যেকোন সময় বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

গত বছরের ২৮ এপ্রিল দিঘিরপাড় গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় প্রভাবশালী দু’পক্ষ। ওই দিন বাড়িঘরে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হামলা ও সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হন। ওই ঘটনায় মারা যায় দুইজন। এক বছর পর আবারো ওই ইউনিয়নের দোহাকুলা গ্রামে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ।

জানা যায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দোহাকুলা গ্রামের যুবলীগ নেতা আবু সাঈদ শিকদার ও বিএনপি নেতা আব্দুল বারিক মোল্লার সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিলো। গত শুক্রবার বারিক মোল্লার সমর্থক সঞ্জয়ের ধানের জমির পানি আবু সাঈদ শিকদারের সমর্থক রোমেন মন্ডলের জমিতে প্রবেশ করলে এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার জেরে শনিবার সন্ধ্যায় টিকারী বাজারে আবু সাঈদের সমর্থক জাহিদুল, ওমর আলী, রোমেন মন্ডলসহ আরও কয়েকজন সঞ্জয়কে মারধর করে। এরপর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সকালে পূর্ব বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। সংঘর্ষের পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

যেকোন সময় আবারো বড় ধরনের রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করছে স্থানীয়রা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদুজ্জামান বলেন, এলাকায় উত্তেজনা থাকায়

পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কোন প্রকার সংঘর্ষ বা অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

জীবননগরের বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলু’র মৃত্যুতে উত্তপ্ত শহর, অবরোধ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলু’র মৃত্যু সংবাদে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং শহরের প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়।

গত সোমবার রাত ১০টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশে একটি কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ এর এক পর্যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন পরে সেনাবাহিনীর একটি টিম তাকে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শামসুজ্জামান ডাবলু জীবননগর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। মৃত্যুর খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতাকর্মীরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং শহরের প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে। এই অবরোধ রাত ১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে।

সকাল ১০টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম স্থানীয় শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করলেও তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। এরপর সকাল ১১টায় জীবননগর থানার একটি টিম স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে বিক্ষিপ্ত জনতা তাদের উপর হামলা চালায়। এ সময় জীবননগর থানার ওসি সহ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হন।

দুপুর ১টায় লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, জেলা প্রশাসক মোঃ

কামাল হোসেন এবং পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুল ইসলাম । লাশ নেওয়ার পরপরই জীবননগরের প্রধান সড়কগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে এবং ব্যবসায়ীরা দোকান খুলতে থাকেন।

জেলা প্রশাসন মোঃ কামাল হোসেন বলেন, ময়না তদন্ত করা হবে ময়না তদন্ত শেষে যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে প্রধান শিক্ষকের সাথে ছাত্রীর ভিডিও ভাইরাল, উত্তপ্ত সোশ্যাল মিডিয়া

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইসবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ ও দশম শ্রেনীর এক ছাত্রীর অনলাইনে পরকীয়ার ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়াতে চলছে সমালোচনার ঝড়।

গতকাল শুক্রবার বিকাল থেকে ইমোতে চুমাচুমি ও অশ্লীল কথাবার্তার ভিডিও ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কথাবার্তার এক পর্যায়ে ওই ছাত্রীটি ঠোঁটে চুমা চাই। এসময় রাজু আহমেদ অশ্লিল অঙ্গভঙ্গি করে চুমা দেন। এদিকে ভিডিওটি কয়েকটি ফেসবুকে আপলোড দেয়ার সাথে সাথে এলাকার বিপুল সংখ্যক ফেসবুকে আপলোড ও শেয়ার হয়ে যায়। এরপর পরই কমেন্ট শুরু হয়।

অনেকেই লিখেছে, এই শিক্ষকের বিচার হওয়া দরকার। অনেকেই শিক্ষক রাজু আহমেদের বিচার দাবি ও স্কুল থেকে বহিষ্কারেরও দাবি করেছেন। তবে, অনেকেই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধেও নানাভাবে বিষোদাগার করেছে।

আক্তারুল নামের এক সোশ্যালিস্ট লিখেছেন এটা যদি সত্যি হয় তাহলে আপামর জনসাধারণের প্রতি আমার আকুল আবেদন শিক্ষাঙ্গন বাঁচাতে এই শিক্ষককে বয়কট করুন, কাজিপুরবাসি এগিয়ে আসুন। একজন লিখেছেন, ‘৫৪ বছরের বৃদ্ধর সাথে ১৪ বছরের ভিডিও চুমাচুমি,,, এই হচ্ছে

শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা’।

এব্যাপারে রাজু আহমেদের সাথে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার জন্য কল দিলেও কলটি কেটে দেন। তার হোয়্যাটসঅ্যাপে ম্যাসেজ ও কল দিলেও রিসিভ করেননি।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, ভুক্তভোগী ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তারা আদালতেও যেতে পারবেন।

আবারও উত্তপ্ত গাংনীর রাজনীতি

বেশকিছুদিন স্বাভাবিক থাকলেও গত সোমবার রাত থেকে গাংনী উপজেলা শহরের রাজনীতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গাংনী উপজেলা শহরের সরকারি মৎস্য হ্যাচারির মধ্যে বিস্ফোরণ ও তিনটি ককটেল উদ্ধারের ঘটনা এবং উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রদলের সভাপতিসহ দলের সহযোগি সংগঠনের ১১ নেতা কর্মীকে এজাহার নামীয় ও ১৫/২০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি মামলা হয়েছে। এনিয়ে নতুন করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ধারা ১৫(৩)২৫-৯ তৎসহ ৩/৪/৬ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলাটি দায়ের করা হয়। মামলা নং ৩২, তারিখ ২৯/১১/২০২২ ইং।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মামলাটি দায়ের করেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি মো: শাহিদুজ্জামান শিপু।

বিস্ফোরণ ও ককটেল উদ্ধারের পরপরই সোমবার রাতে গাংনী পৌর যুবদলের সভাপতি ও গাংনী পৌর সভার সাবেক প্যানেল মেয়র সাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ।

মামলায় এজাহার নামীয় আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু (৫০) ও তার ভাই মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হক

(৩৫), গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস (৪২), পৌর যুবদলের সভাপতি সাবেক প্যানেল মেয়র সাহিদুল ইসলাম (৪৫), গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক বিপ্লব হোসেন (৩০), পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু (৪৫), সাবেক ছাত্রদল নেতা গাংনী উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের কামরুল ইসলাম (৩৬), সাবেক ছাত্রনেতা ইমন আহমেদ (৩৫), যুবদল নেতা মনিরুজ্জামান মনি (৩৩), যুবদল নেতা কাজল আলী(৩৮) ও যুবদল নেতা মহিলা কলেজ পাড়া এলাকার সুমন ওরফে এ্যাডাম(৩২)।

মামলার ঘটনায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, সারা দেশের বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে মানুষের উচ্ছাস ও উপস্থিতি দেখে সরকার আতংকিত। আগামি ১০ ডিসেম্বর ঢাকার মহাসমাবেশকে বাধাগ্রস্থ করতেই সরাকরি দলের নেতা কর্মী ও পুলিশ যৌথভাবে ককটেল উদ্ধারের নাটক সাজিয়েছে। তারা মিথ্যা মামলা, হামলা ও নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করে বিএনপির আন্দোলন সংগ্রাম বন্ধ করতে চাই। তাদের এই মিথ্যা নাটক দেশবাসি জানে এবং বোঝে। এভাবে নাটক সাজিয়ে দেশের ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখা যাবেনা। তিনি অবিলম্বে এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও আটক যুবদল সভাপতি সাইদুল ইসলামের নি:শার্ত মুক্তি দাবী করেন।

এব্যাপারে মামলার বাদী সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু বলেন, মিটিং মিছিল ও সমাবেশ করা সব রাজনৈতিক দলের অধিকার আছে। কিন্তু মিটিং মিছিলের আড়ালে বিএনপি যদি সন্ত্রাসীমুলক কর্মকান্ড বা ছাত্রলীগের উপর হামলা করে প্রাণ নাশের চেষ্টা করে। সেটাতো ছেড়ে দেওয়া যাবেনা। তিনি বলেন বিএনপি ও তাদের সহযোগী সংগঠণের নেতা কর্মীরা সন্ত্রাসী। এর আগেও ছাত্রলীগের মিছিলে তারা হামলা করেছে। আমরা তখন তাদের ছাড় দিয়েছি। কিন্তু গত সোমবার রাতের মিছিলেও সেই পূনার্বৃতি ঘটিয়েছে তারা। ছাত্রলীগের মিছিলে বোমা হামলা করে প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছে। আমিসহ ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা তাদের সেই হামলা ব্যার্থ করে দিয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, একটি বোমার বিকট শব্দে বিস্ফোরণ এবং বোমা উদ্ধারের পরই আমি এ ঘটনার তথ্য জানতে পারি। আমি শুনেছি, মিছিল থেকে বিএনপির ২/৩ টা ছেলেকে ধাওয়াও করেছে। আগামী ১০ ডিসেম্বর বিএনপি সরকার পতনের আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। তারা এখন থেকেই বিভিন্ন স্থানে অপকর্ম করে দেশের মানুষকে আতংকিত করতে চাই। সেই ধারাবাহিকতায় তারা ছাত্রলীগের

মিছিলে বোমা বা ককটেল হামলা চালাতে পারে। অকারণে কেউ কোনো অকারেন্স করলে সেই দায় তারা স্বীকার করতে চাইনা। তবে, কয়েকদিন অপেক্ষা করলে পুলিশের তদন্তেই বেরিয়ে আসবে আসল ঘটনা।

গত সোমবার (২৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার শহরের পরিত্যক্ত সরকারি মৎস্য খামারের মধ্যে একটি বিস্ফোরণ ঘটে। পরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম পরিত্যক্ত সরকারি মৎস্য হ্যাচারির মধ্যে অভিযান চালিয়ে লালকসটেপ মোড়ানে তিনটি ককটেল উদ্ধার করে। এঘটনার পরপরই পুলিশ এবং নেতা কর্মীরা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার বাড়িতে রেড দেন। তবে মকবুল হোসেন মেঘলা ঢাকা থেকে নিজের ফেইসবুকে লাইভ দিয়ে সে ঢাকায় আছে বলেন জানান দেন।